গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা | ২০ - ২৬ জুন ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

জনমতের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হল সরকার

স্মার্ট মিটার প্রত্যাহার

লাগাতার আন্দোলনের চাপে অবশেষে রাজ্য সরকার স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার বন্ধ করার নির্দেশ দিতে বাধ্য হল। দীর্ঘ প্রায় চার বছর ধরে লাগাতার স্মার্ট মিটার বিরোধী বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলন এই বিরাট জয় ছিনিয়ে নিতে পারল। এ জয় গণআন্দোলনের জয়। কী ছিল সরকারের উদ্দেশ্য? কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলোর বিদ্যুৎ বন্টন ব্যবস্থাকে গোয়েঙ্কা, টাটা, আদানি, জিন্দাল, আম্বানিদের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত গ্রাহক স্বার্থবিরোধী, প্রি-পেইড স্মার্ট মিটার লাগানোর পরিকল্পনা এনেছে। রাজ্য সরকার বিজেপির বিরুদ্ধে যতই প্রচার করুক না কেন, তারা বিদ্যুৎ ব্যবসায়ী ধনকুবেরদের স্বার্থে কেন্দ্রের এই পরিকল্পনা স্মার্ট মিটার লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ২০২১ সালের ৯ জুলাই নবান্নে উচ্চপর্যায়ের মিটিং করে। শুরুতে বলা হয়েছিল সরকারি দপ্তরের বিশাল অঙ্কের বকেয়ার হাত থেকে বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানিকে বাঁচাতে প্রি-পেইড স্মার্ট মিটার লাগানো হবে। আসলে এটা ছিল একটা বাহানা। বাস্তবে সমস্ত স্তরের গ্রাহকদেরই স্মার্ট মিটার লাগাতে বাধ্য করাই ছিল সরকারের লক্ষ্য।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) শুরু থেকেই স্মার্ট মিটারের বিরোধিতা করে গ্রাহকদের মধ্যে প্রচার চালিয়েছে এবং সর্বত্র গ্রাহক কমিটি গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে গ্রাহকদের সংগঠিত করে

দুয়ের পাতায় দেখুন

জনগণকে অভিনন্দন এস ইউ সি আই (সি)-র

মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার পুরোপুরি বাতিলের ঘোষণা করেছেন। আন্দোলনের এই জয়ে অভিনন্দন জানিয়ে ১১ জুন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে বলেন,

দীর্ঘ আন্দোলনের চাপে অবশেষে রাজ্য সরকার বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার পুরোপুরি বাতিল করেছে এবং যে স্মার্ট মিটার ইতিমধ্যে লাগানো হয়েছে সেখানে পুরনো নিয়মে বিল পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। জনসাধারণের আন্দোলনের এ এক বিরাট জয়। বিগত সরকারের সময় থেকেই আমাদের দলের উদ্যোগে সিইএসসি ও এসইবি এলাকায় বারবার বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মাশুল বৃদ্ধি সহ বিদ্যুৎ দফতরের নানা অনিয়মের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। জনসাধারণকে সংগঠিত করে মাসের পর মাস বিদ্যুতের বিল বয়কট, আলো নেভানো সহ নানা কর্মসূচি পালিত হয়। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এক সময় রাজ্য জুড়ে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগঠন গড়ে ওঠে। তৃণমূল সরকারের উদ্যোগে রাজ্য জুড়ে স্মার্ট মিটার চালুর বিরুদ্ধেও দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠেছে। একদিকে দল ও অন্যদিকে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আন্দোলনের ফলেই এই জয় সম্ভব হল। আমরা এই জয়ের জন্য জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ইরানের উপর ইজরায়েলের হানা গোটা বিশ্বের পক্ষে বিপদ

ইরানের উপর ইজরায়েলের হানার তীব্র বিরোধিতা করে ১৩ জুন এসইউসিআই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা ইরানের সার্বভৌমত্বের উপর জিয়নবাদী ইজরায়েলি সামরিক হামলার তীব্র নিন্দা জানাই যে আক্রমণে ইরানের সামরিক কমান্ডার-ইন-চিফ, পারমাণবিক বিজ্ঞানী এবং অনেক সাধারণ নাগরিক নিহত হয়েছেন।

এটা স্পষ্ট যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী দানবের নির্দেশে ও সহায়তায় বিনা প্ররোচনায় এই আক্রমণ করা হয়েছে। জিয়নবাদী ইজরায়েল ইতিমধ্যে গাজার বেশিরভাগ অংশ ধ্বংস করেছে এবং শিশু সহ হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে, যা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

পারমাণবিক ক্ষেত্রগুলিতে বোমা হামলার কারণে সেখান থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নির্গত হলে ইরানের সাধারণ মানুষ যে ভয়াবহ বিপর্যয়ের শিকার হতে পারে সে সম্পর্কে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট ইজরায়েল স্পষ্টভাবে চূড়ান্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে।

মার্কিন সামরিক শিল্পকে মদত দিতে এবং সমগ্র অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে যুদ্ধকে এখন আরও তীব্র করা হচ্ছে। এই আগ্রাসন শুধু গাজা, ইরান, সিরিয়া ও লেবাননের বিরুদ্ধে নয়, সমগ্র মানবজাতির সামনে বিপদ।

এই বর্বরোচিত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আওয়াজ তোলার জন্য আমরা সকল শান্তিপ্রিয় ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তির প্রতি আহ্বান জানাই।

গণহত্যাকারী ইজরায়েলের পাশে ভারত সরকার

ভারত সরকার নাকি গাজার মানবিক সঙ্কটে গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন! রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পি হরিশ অন্তত তেমনই জানিয়েছেন। অথচ প্যালেস্টাইনের গাজায় ইজরায়েলের বর্বর হামলা রুখতে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ১২ জুন সংঘর্ষবিরতির যে প্রস্তাব আনা হয়েছে, সেখানে ১৯৩টি সদস্য দেশের মধ্যে ১৪৯টি দেশই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেও ভারত ভোট দিল না। সাম্রাজ্যবাদী নির্মমতার বলি গাজার হাজার হাজার অসহায় মানুষের প্রতি সহানুভূতির তুলনায় হত্যাকারী ইজরায়েল ও তার মাথায় আশীর্বাদের হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের দাম যে ভারতের শাসকদের কাছে অনেক বেশি— এই ঘটনায় আবারও তা পরিষ্কার হল।

প্যালেস্টাইনকে বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে দিতে চায় উগ্র ইহুদিবাদী ইজরায়েল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সর্বাত্মক সমর্থন ও সাহায্য নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে নির্মম বোমাবর্ষণ করে তারা প্যালেস্টাইনের গাজা ভূখণ্ডকে

দুয়ের পাতায় দেখুন

ঘাটশিলায় এস ইউ সি আই (সি)-র রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

■ *১১-১৪ জুন ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলায় মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্রে রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। ঝাড়খণ্ড, বিহার, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়ের নেতা-কর্মীরা যোগ দেন। শিবির পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।*

গণহত্যাকারী ইজরায়েলের পাশে ভারত সরকার

একের পাতার পর

ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। ইতিমধ্যে নিহত হয়েছেন ৫৫ হাজারের বেশি মানুষ। এর মধ্যে ১২ হাজারের বেশি শিশু। সীমান্তে অবরোধ জারি করে খাবার, ওষুধ, পানীয় জল সহ বেঁচে থাকার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী পর্যন্ত গত কয়েক মাস ধরে গাজায় ঢুকতে দিচ্ছে না ইজরায়েল। অবিরাম বোমাবর্ষণে প্রাণহানি, পঙ্গুত্ব, ধ্বংস হয়ে যাওয়া ঘরবাড়ি ছেড়ে প্রাণের দায়ে ক্রমাগত এক ত্রাণশিবির থেকে অন্য ত্রাণশিবিরের দিকে ছুটে চলার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র অনাহার ও ওষুধের অভাবে গাজার আরব বাসিন্দাদের জীবন আজ চরম বিপর্যস্ত।

সংবাদ সূত্রে জানা যাচ্ছে, প্যালেস্টাইন-ইজরায়েল সমস্যা মেটানোর লক্ষ্যে 'দুই রাষ্ট্র সমাধান'-এর পরিবেশ তৈরি করতে রাষ্ট্রসংঘে ১৭-২০ জুন ফ্রান্স ও সৌদি আরবের উদ্যোগে যে সম্মেলন হতে চলেছে, ভারত তাতে যোগ দেবে কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। এদিকে, মার্কিন প্রচারমাধ্যম থেকে ফাঁস হওয়া খবরে জানা গেছে, সেখানকার ট্রাম্প-প্রশাসন হুঁশিয়ারি দিয়েছে যাতে আমেরিকার ঘনিষ্ঠ দেশগুলি এই সম্মেলনে যোগ না দেয় বা প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি না দেয়। ট্রাম্প সাহেবের এই হুঁশিয়ারির পরিণামেই কি ভারতের এ হেন আচরণ? প্রশ্ন উঠছে।

অথচ অতীতে ভারত প্যালেস্টাইনের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮৮ সালে প্যালেস্টাইনকে আনুষ্ঠানিক ভাবে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল ভারত। এর আগে ১৯৭৪ সালে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও)-কেও স্বীকৃতি দিয়েছিল ভারত সরকার। পরের বছর এমনকি দিল্লিতে পিএলও-কে অফিস খোলারও অনুমতি দিয়েছিল ভারত সরকার। ১৯৮৩ সালে দিল্লিতে সপ্তম জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফতকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

দীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলন ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ভারতের সাধারণ মানুষ দীর্ঘকাল ধরেই প্যালেস্টাইনের ওপর ইজরায়েলের হামলার তীব্র বিরোধী। আজও গাজায় ইজরায়েলের বর্বর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা বার বারই তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। অথচ তাদেরই ভোটে জিতে সরকারে বসে দেশের বিজেপি সরকার রাষ্ট্রসংঘে গণহত্যার বিরুদ্ধে মুখ খোলা দূর অস্তু, যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে একটা ভোট পর্যন্ত দিল না। জনমতকে অগ্রাহ্য করে চলার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কী হতে পারে!

কিন্তু কেন নরেন্দ্র মোদি সরকারের এই আচরণ? গত কয়েক বছর ধরে, বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদি কেন্দ্রীয় সরকারে আসার পর থেকে ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ক্রমাগত ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। গত এক দশকে ইজরায়েলের কাছ থেকে ভারত শুধু সামরিক সরঞ্জামই কিনেছে ২৯০ কোটি ডলারের। ভারত এখন অস্ত্র আমদানিতে বিশ্বের মধ্যে প্রথম এবং রাশিয়ার পরে ইজরায়েলের কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি অস্ত্র কেনে ভারত। অন্যদিকে ভারতের বেশ কিছু কোম্পানি ইজরায়েলে অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম রপ্তানি করে। অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া ২০২৩-'২৪ সালে ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৬৫৩ কোটি মার্কিন ডলার। এ দেশের প্রথম সারির দুই একচেটিয়া ধনকুবের, যাঁরা মোদিজির অতি ঘনিষ্ঠ, সেই আম্বানি ও আদানিরা ইজরায়েলের সঙ্গে নানা ব্যবসায়িক সম্পর্কে জড়িয়ে রয়েছেন। বেশ কয়েকটি ব্যবসায় মুকেশ আম্বানির রিলায়্যান্স ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে ইজরায়েলের ডেল্টা গালিল কোম্পানির অংশীদারিত্ব আছে। ইজরায়েলের হাইফা বন্দরের ৭০ শতাংশ শেয়ারের দখল রয়েছে আদানি গ্রুপের হাতে। এর চেয়েও বড় কথা, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বড়কর্তা আমেরিকার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ স্যাঙাত দেশটির নাম হল ইজরায়েল। গাজায় তাদের বর্বর আগ্রাসনের পিছনে রয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পুরোদস্তুর মদত। আবার ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে তার কৌশলগত সম্পর্ক এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই অবস্থায় রাষ্ট্রের মালিক হয়ে বসে থাকা পুঁজিপতি শ্রেণির রাজনৈতিক ম্যানেজার মোদি সরকার তার প্রভুদের মুনাফার স্বার্থে আমেরিকা-ইজরায়েলের দিকে ঝুঁকে থাকছে। সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ মার্কিন প্রেসিডেন্টের মধ্যস্থতায় তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দেওয়া, ভারতের উপর মার্কিন প্রভাব কতখানি তা স্পষ্ট করে দেয়। সম্প্রতি ইরান আক্রমণের বিষয়ে সমর্থন জোগাড় করার আশায় ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী যে কয়েকটি দেশের কর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁদের অন্যতম। স্পষ্ট হয়ে যায়, গণহত্যাকারী দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র ইজরায়েলের সঙ্গে পুঁজিবাদী ভারত রাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠতা কোন মাত্রায় পৌঁছেছে।

পাশাপাশি, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয়ের পর আজকের একমেরু দুনিয়ায় বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের বড়কর্তার নাম আমেরিকা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিজের সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য কায়েম করার রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা থেকেই ভারত সরকার সর্বান্তঃকরণে সেই আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতা চায়। ফলে আমেরিকাকে কেন্দ্রে রেখে তৈরি হওয়া সাম্রাজ্যবাদী চক্র— যার অন্যতম অংশ ইজরায়েল— তার বিপক্ষে অবস্থান নিতে আজ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী অংশীদার ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি রাজি নয়। রাষ্ট্রসংঘের সংঘর্ষবিরতির প্রস্তাবে ভারতের ভোট না দেওয়ার পিছনে এটাও বড় কারণ।

রাষ্ট্রসংঘে সংঘর্ষবিরতির প্রস্তাবে ভোট না দিয়ে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ঐতিহ্যকে দু-পায়ে ঠেলেছেন এবং দেশের মানুষের আবেগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। পাশাপাশি গোটা বিশ্বের কাছে ভারতের ভাবমূর্তিতে কালি লেপেছেন। এর বিরুদ্ধে দেশের যুদ্ধবিরোধী, গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে হবে।

এআইএমএসএসের জলপাইগুড়ি জেলা সম্মেলন

অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের ষষ্ঠ জলপাইগুড়ি জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ৮ জুন জলপাইগুড়ি শহরের রবীন্দ্র ভবনে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তিন-শতাধিক কর্মী সমর্থক।

উদ্বোধনী বক্তব্যে গোটা দেশ জুড়ে ঘটে চলা নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ সহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্ত্বনা দত্ত। বিদায়ী সম্পাদক কমরেড শীলা বোস বক্তব্য রাখেন।

কমরেড বনানী মিত্রকে সভাপতি, কমরেড ঝর্ণা রায়কে সম্পাদক করে ২৭ জনের জেলা কমিটি এবং ১৮ জনের জেলা কাউন্সিল কমিটি গঠিত হয়। নবনির্বাচিত কমিটি সহ উপস্থিত সকলকে জেলা জুড়ে মদ, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান রাজ্য সম্পাদক কমরেড কল্পনা দত্ত।

স্মার্ট মিটার প্রত্যাহারে বাধ্য হল সরকার

একের পাতার পর

প্রশাসনিক দফতরগুলিতে বিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছে। বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি সহ নানা সমস্যা নিয়ে দলের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দলের প্রতি যে আস্থা জনমনে তৈরি হয়েছে, তা থেকেই দলের ডাকে সব স্তরের গ্রাহক প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে দলমত নির্বিশেষে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের একমাত্র সংগঠন অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা) স্মার্ট মিটারের কুফল তুলে ধরে চার বছর একটানা জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। স্বাক্ষর সংগ্রহ, গ্রাহক বৈঠক, সভা, বিদ্যুতের অফিসে ডেপুটেশনের লাগাতার কর্মসূচি পালন করেছে তারা। 'আমার প্রেমিসেসে স্মার্ট মিটার লাগাতে চাই না'— এই মর্মে লক্ষ লক্ষ আবেদনপত্র রাজ্যের বিভিন্ন কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে জমা দেওয়ার জন্য গ্রাহকদের সংগঠিত করেছে অ্যাবেকা। গ্রামে-গঞ্জে, শহরে 'স্মার্ট মিটার প্রতিরোধ কমিটি' গড়ে বহু জায়গায় স্মার্ট মিটার রুখে দেওয়া হয়েছে। লাইন কেটে দেওয়ার হুমকি, পুলিশের ভয় দেখানো, সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার ফল ভাল হবে না— এ রকম বহু আক্রমণ অসংখ্য গ্রাহক মোকাবিলা করেছেন। অ্যাবেকা তাদের পাশে থেকেছে সর্বদা। এখনও বেশ কিছু মিথ্যা মামলা চালাচ্ছে পুলিশ। এর মধ্যেও অনেক গ্রাহকের কাছে 'পরে বেশি পয়সা দিয়ে লাগাতে হবে'— বলে ভয় দেখিয়ে স্মার্ট মিটার লাগিয়ে ১০০/২০০ টাকা অন্যায়ভাবে আদায় করেছে কোম্পানির নিযুক্ত এজেন্সির লোকেরা। কোথাও বা ঘরের বাইরে থাকা মিটার ঘরে কাউকে না জানিয়ে চালু মিটার খুলে স্মার্ট মিটার লাগিয়ে দিয়েছে। যে সমস্ত গ্রাহকের বাড়িতে এইভাবে স্মার্ট মিটার লাগানো হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই বাড়তি বিলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, অবরোধে ফেটে পড়েছেন তাঁরা। হাজার হাজার গ্রাহক বিদ্যুৎ দপ্তরে সমবেত হয়ে লিখিত ভাবে দাবি জানিয়েছেন, 'বেআইনি ভাবে লাগানো স্মার্ট মিটার খুলে নাও'। ফলে সরকার গ্রাহক বিক্ষোভ টের পাচ্ছিল।

এই উন্নত প্রযুক্তির স্মার্ট মিটার দূরের থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পোস্ট পেইড, প্রিপেইড, ডাইনামিক প্রাইসিং, টিওডি, রিয়েল টাইম মনিটরিং— এই সব সিস্টেম বাইরে থেকেই প্রোগ্রামিং করা যায়, কৃত্রিম মেধার নিয়ন্ত্রণে। গ্রাহক আন্দোলনের চাপে রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী এখন বলছেন, লাগিয়ে দেওয়া স্মার্ট মিটারগুলোকে পোস্ট পেইড মোডে কাজ করবে কিন্তু বেআইনি ভাবে লাগানো মিটারগুলো খুলে নেওয়ার বিষয়ে কিছু বলেননি। ফলে যাদের বাড়িতে স্মার্ট মিটার লাগানো হয়েছে সে ক্ষেত্রে আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে তাদের বিলের বোঝা নিয়ে। দ্বিতীয়ত, স্মার্ট মিটারের আয়ুষ্কাল ৫-৭ বছর। ফলে প্রতি ৫-৭ বছর পর পর অনেক দামি এই স্মার্ট মিটার কেনার বোঝা গ্রাহকের ঘাড়েই চাপবে।

স্মার্ট মিটার লাগানোর প্রকল্প, কেন্দ্রীয় সরকার এনেছে রিভ্যাম্পড ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর স্কিম (RDSS) অনুযায়ী। এই স্কিমের আসল উদ্দেশ্য সমস্ত বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির বেসরকারিকরণ বিদ্যুৎকে পরিষেবার চোখে না দেখে দেশি-বিদেশি মালিকদের বিপুল মুনাফার ক্ষেত্রে পরিণত করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর বিরুদ্ধে সারা দেশেই গড়ে উঠছে বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলন। বহু রাজ্যে ইতিমধ্যে বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতি গড়ে উঠছে। গড়ে উঠেছে সর্বভারতীয় বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন এআইইসিএ। অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (এআইইসিএ) ডাক দিয়েছে বিদ্যুতের বেসরকারিকরণ ও স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে সারা দেশব্যাপী স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানের। এ রাজ্যেও সেই স্বাক্ষর সংগ্রহ চলবে যাতে কেন্দ্রীয় সরকার স্মার্ট মিটার বাতিল করতে বাধ্য হয়। স্মার্ট মিটার বাতিল হলেও রাজ্যের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বর্ধিত ফিক্সড চার্জ, মিনিমাম চার্জ, সিইএসসি-র এফপিপিএএস প্রত্যাহারের দাবিতে গ্রাহকদের আন্দোলন চলবে বলে জানান অ্যাবেকার নেতৃত্ব। তাঁরা আন্দোলনের জয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন গ্রাহকদের।

এই আন্দোলন দেখিয়ে দিল, ন্যায্য দাবিতে আন্দোলন যদি সঠিক নেতৃত্বে সংগঠিত হয় তবে জয় অনিবার্য। এই আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে জনজীবনের অন্যান্য জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে আপসহীন লড়াই গড়ে তুলে বাধ্য করতে হবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে দাবি মানার জন্য। সে ক্ষেত্রেও গ্রাহক কমিটির মতোই সর্বত্র অসংখ্য গণকমিটি গড়ে তুলে জনগণকে সংগঠিত হতে হবে।

যারা বলে শ্রমিকরা রাজনীতি করবে না, তারা ধাপ্পাবাজ

শিবদাস ঘোষ

আমি 'প্যাট' (তোষামোদ) করা একেবারে পছন্দ করি না। সুড়সুড়ি দেওয়া একদম পছন্দ করি না। সত্য কথা বলছি, ভাল লাগে আপনারা ভাবুন। না বোঝেন, না ভাল লাগে মানবেন না। কিন্তু কথাটা সত্য। কী এ দেশে হয়? খুশি হলেই হাততালি। মাথা খাটানো হয় না। কিন্তু এ কথা সবাই বলে যে, শুধু পেশিতে কাজ হয় না, উত্তেজনায় কাজ হয় না— বুদ্ধি চাই, মগজ চাই। আর এই মগজ হচ্ছে নেতৃত্ব। তাই শ্রমিকসমাজকে ভাবতে হবে, পড়তে হবে, চিন্তা করতে হবে, কাজ করতে করতে দিনরাত রাজনীতির চর্চা করতে হবে। যারা বলে মজুররা রাজনীতি করবে না, মজুরদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে রাজনীতি ঢোকানো উচিত নয় তারা জোচ্চোর, ধাপ্পাবাজ। তারাও একদল পরজীবী যারা মজুর ইউনিয়ন করে বাড়িঘর করে, মোড়লি করে বেড়ায়, অথবা কর্তৃত্ব করে বেড়ানোই যাদের পেশা এবং নেশা। তারা এই মিথ্যা কথাটা ছড়ায় যে, ট্রেড ইউনিয়নে রাজনীতি ঢুকিও না। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে স্কুল, রাজনীতি শিক্ষার শিবির, মার্ক্সের ভাষায়— যে মার্ক্স-এঙ্গেলস-এর ছবি শ্রমিকেরা টাঙান, সমস্ত লাল ঝান্ডাওয়ালারা টাঙায়। তিনি বলছেন, এই ট্রেড ইউনিয়নগুলো কী? একটা কথায় তিনি তাকে প্রকাশ করেছেন। লড়াই-টড়াই, হাতিয়ার-টাতিয়ার এত কথায় তিনি যানইনি। এ তো আছেই। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে 'স্কুল অব কমিউনিজম'— কমিউনিজমে শিক্ষিত হবার, শিক্ষা গ্রহণ করবার একটা 'ম্যাসিভ' (বিরাট) রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির। এই হল ট্রেড ইউনিয়ন। এই ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে যদি এই শিক্ষাশিবির হিসাবে না দেখা হয়, এগুলো রাজনীতি চর্চার একটা প্রাণকেন্দ্র হিসাবে গড়ে না ওঠে তা হলে এই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনগুলো শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়াশ্রেণির হাতে বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনে বিভেদ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার অস্ত্রে পর্যবসিত হতে বাধ্য। এমতাবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধির বদলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনগুলো শেষপর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনে অর্থনীতিবাদ বা সুবিধাবাদের জন্ম দিয়ে থাকে।

অর্থনীতিবাদ বা 'ইকনমিজম', যাকে মজুর আন্দোলনে আমরা এক কথায় সুবিধাবাদ বলে থাকি, মজুরদের এই সুবিধাবাদ মালিকদের পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ আর মজুরের পক্ষে মৃত্যুর সামিল। মজুর খেতে পায় না বলে তার সুবিধাবাদটা ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায় না— এ কথাটা মনে রাখা দরকার। মালিক লুট করে বলে তার সুবিধাবাদ তো আরও খারাপ। কিন্তু শ্রমিক খেতে পায় না বলে তার সুবিধাবাদটাও মানবিক বা যুক্তিসঙ্গত হয়ে যায় না। কাজেই মজুরকেও নিজ শ্রেণিস্বার্থেই তার এই অর্থনৈতিক সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। মজুরদের বেঁচে থাকতে হলে দাবি মেটানো চাই, তার দাবি আদায়ের জন্য লড়াই দরকার। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। এই যদি লড়াইয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, আর এই উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়েই যদি ইউনিয়ন পরিচালনা করা হয় তা হলে সে সব ইউনিয়নগুলো শুধু সুবিধাবাদী শ্রমিকের জন্ম দেবে। সচেতন, সত্যিকারের দেশ-দরদি, সত্যিকারের বিপ্লবী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ, মুক্তিআন্দোলন পরিচালনা করবার যোগ্য শ্রমিকের জন্ম তারা দিতে পারে না। কাজেই শ্রমিক সম্মেলনগুলোকে সেই দিকে নিয়ে যাওয়ার দরকার আছে, শ্রমিক আন্দোলনকে সেই ভাবে পরিচালনা করার দরকার আছে, শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে সেইদিকে পরিচালিত করার দরকার আছে।

অথচ দেখা যায়, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের প্রাত্যহিক ট্রেড ইউনিয়ন কাজকর্ম কী? মজুররা রোজ 'ইয়ে মাংগ ক্যা হ্যায়, উয়ো মাংগ ক্যা হ্যায়, ইয়ে রূপেয়া মিলেগা ইয়া নহি, আপ কুছ বন্দোবস্ত কিজিয়ে'— এ রকম বলে। অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন কর্তাদের অমুককে ধরে একটা বন্দোবস্ত করে দেবার কথা বলে। মানে তেল দেবার কথা বলে। সোজা কথায় বলে আপনি নাম করা লোক, আপনার প্রভাব আছে, আপনি একটু অমুককে ধরে বন্দোবস্ত করে দিন। এই কথা নেতাকে বলে। আর নেতারাও তাই করে। কারণ নেতারা হচ্ছে, যে যত তেল দিয়ে এ রকম ম্যানেজ করে দিতে পারে সেই সবচাইতে বড় নেতা।

শ্রমিকদের মধ্যে এ রকম ধারণা হয়ে গেছে যে, অমুকের কাছে গিয়ে লাভ নেই। কারণ অমুকের থেকে অমুকের তেল দেওয়ার ক্ষমতা বেশি। ওর সঙ্গে সম্পর্ক ভাল, ওর ধরাধরির ক্ষমতা বেশি— এ কথার মানে হল ওর তেল দেওয়ার ক্ষমতা বেশি। কাজেই ওর কাছে গেলে তাদের দাবি মিটে যাবে। এ সব মনোভাব কী? এ সুবিধাবাদ নয়? এতে মজুরের নৈতিকতা থাকে? এখানে শ্রমের মর্যাদাবোধ কোথায়? তা হলে বড় বড় কথা, হাততালি, লড়াই, এতসব কথার দরকার কী? যে মজুর শ্রমের মর্যাদাবোধ হারিয়ে ফেলে এইরূপ সুবিধাবাদের খপ্পরে পড়েছে, সে মজুর কী করবে? সে মজুর তো মার খাবেই। সে মজুর কি মানুষ? **আমি সেই মজুরের পক্ষে যে মজুরের সম্ভ্রমবোধ আছে, যে মজুরের ইজ্জতবোধ আছে, যে মরবে তবু ইজ্জত দেবে না, যে লড়াই করে আদায় করবে, যে সচেতন মজুর। যে দালাল মজুর সে মজুর বলেই তার প্রতি আমার মমতা নেই।** এ কথাটা মনে রাখা দরকার এবং এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া দরকার। তবেই ব্যক্তিগত সুবিধাবাদের ঊর্ধ্বে শ্রমিকরা উঠতে পারবেন। তবেই শ্রমিকরা এই শ্রমনীতির যথার্থ তাৎপর্য বুঝতে পারবেন। এই শ্রমনীতির তাৎপর্য হচ্ছে, এ একদিকে যেমন শ্রমিকদের দৈনন্দিন দাবিদাওয়ার আন্দোলন গড়ে তুলতে সহায়তা করবে, অন্য দিকে এর চেয়ে বড় তাৎপর্য হচ্ছে যে, এই সুযোগে শ্রমিকরা তাদের মনোমতো রাজনৈতিক চর্চার দ্বারা, আন্দোলনের দ্বারা একটা সঠিক রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার সুযোগ পাবেন। ফলে সেইটা নিতে হবে, সেই দিকে অনতিবিলম্বে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ করতে হবে।

জীবনধারণের প্রাত্যহিক প্রয়োজনে দাবিদাওয়া নিয়ে লড়াই এগুলো তো আছেই— যেমন মলমূত্র ত্যাগ করা আছে, বাজার করা আছে, যেমন ছেলের অসুখ হলে ওষুধের দোকানে দৌড়ানো আছে। অর্থাৎ দাবির প্রশ্ন আছে এবং তা না পেলে লড়াই আছে। কিন্তু তা রাজনীতিকে দূরে ঠেলবে কেন? মূল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে শ্রমিকদের অনীহা থাকবে কেন? অনিচ্ছা, ঔদাসীন্য থাকবে কেন? একটা জিনিস প্রায়ই দেখা যায়, রাজনীতির কথা এলেই ঝিমুনি পায়। দেশের কথা, আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা হলেই ঝিমুনি পায়। কিন্তু 'অমুক দাবির কী হবে', 'তার তদবিরটা ঠিকমতো হচ্ছে কি না', এ সব কথা উঠলেই মজুররা খুব চঞ্চল হয়ে ওঠে। আপনারাই বলুন, আমি ঠিক বলছি কি না।

অথচ এই মনোভাবকে যদি আপনারা দূর না করতে পারেন তা হলে আজ যে মজুর, কাল তার ছেলে আরও খারাপ মজুর, তার ছেলে অর্থাৎ তস্য নাতিটা একেবারে বেকার মজুর, হদ্দ মজুর। জীবনেও সে মুক্তি পাবে না। একবারও কি ভেবেছেন, কী জবাব আপনারা আপনাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে দেবেন? **আপনি মজুর, আপনি 'সিভিলাইজেশন'-এর স্রষ্টা, এ সভ্যতার স্রষ্টা। আর এই সভ্যতা মুক্তিবেদনায় কাঁপছে, সে আপনাদের কাছে মুক্তি চাইছে। শুধু আপনাদের মুক্তি নয়, গোটা মানবসভ্যতার মুক্তি আপনাদের হাতে। তার দায়িত্ব শ্রমিকের হাতে।** অথচ আপনাদের, শ্রমিকদের সে সম্বন্ধে আজও এতটুকু চেতনা নেই। সেই চেতনা যদি শ্রমিকদের মধ্যে না আসে, সেই চেতনায় শ্রমিকরা যদি উদ্বুদ্ধ না হতে পারেন তা হলে সব ব্যর্থ। তা হলে এর কোনও মানে নেই। কাগজেপত্রে কোনও প্রস্তাব গ্রহণ করার কোনও মানে নেই।

(শ্রমিক আন্দোলনে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে)

এআইডিএসও-র ওড়িশা রাজ্য শিক্ষাশিবির

৪-৬ জুন ঘাটশিলায় মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল এআইডিএসও-র ওড়িশা রাজ্য শিক্ষাশিবির। ২৩টি জেলার ৪০০-এর বেশি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভাপতি কমরেড সৌরভ ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবাশিস প্রহরাজ, যুগ্ম সম্পাদক কমরেড অজিত সিং পানওয়ার শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। সংগঠনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও এসইউসিআই(সি) ওড়িশা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অশোক মিশ্রও এ বিষয়ে আলোচনা করেন।

মার্ক্সবাদ ও মানবসমাজের বিকাশ সংক্রান্ত নানা প্রশ্নে আলোচনা করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং ওড়িশার রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত। তিনি 'পাওয়ার পয়েন্ট' প্রদর্শনীর সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও এআইডিএসও-র প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিষ্ণু দাস উপস্থিত ছিলেন।

জঙ্গিপুর পৌরসভায় ডেপুটেশন

মুর্শিদাবাদে এসইউসিআই(সি) জঙ্গিপুর টাউন কমিটির পক্ষ থেকে ৩ জুন জঙ্গিপুর পৌরসভার পৌরপিতার কাছে নয় দফা দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানীয় জল দ্রুত সরবরাহ, নোংরা আবর্জনা ও জঞ্জাল ফেলার জায়গার বন্দোবস্ত করা, পৌরসভার সমস্ত এলাকায় রাস্তা সংস্কার, ইন্দিরা পল্লী, গোয়ালপাড়া সহ সমস্ত ওয়ার্ডের ড্রেন সংস্কার, শহরের জলের ট্যাঙ্কগুলো পরিষ্কার করা, পুকুর ভরাট বন্ধ করা, ডেঙ্গু প্রতিরোধে অগ্রিম ব্যবস্থা নেওয়া, ম্যাকেঞ্জি কলোনি সহ সমস্ত পুকুরের জঞ্জাল পরিষ্কার করার দাবিতেই ছিল ডেপুটেশন।

সমস্ত দাবির সঙ্গে পৌরপিতা একমত হয়ে দ্রুত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানান। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন টাউন কমিটির সম্পাদক সুমন পাল, মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সদস্য মির্জা নাসিরউদ্দিন এবং সাবির আলি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কণ্ঠ রোধ করতে চাইছেন ট্রাম্প

কলম্বিয়ার পর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুদান বন্ধের হুলিয়া জারি করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মানুষের শত্রু, তারা 'শৃঙ্খলাভঙ্গ' করেছে— খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্টের মুখে শোনা গেছে এমন অভিযোগ। কারণ কী? ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছে, প্যালেস্টাইনে ইজরায়েলের গণহত্যার প্রতিবাদে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আন্দোলন চলছে, তাতে সেখানকার ইহুদি ও ইজরায়েলপন্থী ছাত্রছাত্রীদের সুরক্ষা নিয়ে তারা চিন্তিত। তার উপর ট্রাম্প প্রশাসনের হুমকি অগ্রাহ্য করে হার্ভার্ডে প্রান্তিক, বৈষম্যের শিকার ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করতে 'ডাইভার্সিটি, ইক্যুইটি অ্যান্ড ইনক্লুশন' (ডিইআই) অর্থাৎ 'বৈচিত্র্য, সাম্য, অন্তর্ভুক্তি' প্রকল্প চালু রয়েছে। হার্ভার্ডের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের শাসক হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চালু থাকা মুক্ত চিন্তার পরিসর গায়ের জোরে বন্ধ করে দেওয়াটা ট্রাম্প সাহেবরা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলে মনে করেন। তাই ট্রাম্প সাহেবের ফতোয়া— বিশ্ববিদ্যালয়ে কী পড়ানো হবে, কারা পড়বে, কারা পড়াবেন, কোন ক্ষেত্রে গবেষণা হবে, পরিচালনা কী ভাবে হবে, প্রশাসনিক কাজকর্ম কীভাবে চলবে— তার সবকিছুই সরকারি অনুমোদিত হতে হবে। ভর্তি প্রক্রিয়া, প্রশাসনিক রদবদল, সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণের মতো শর্তগুলি পূরণ না করলে হার্ভার্ডের মতো ৬০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুদান বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। এক কথায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে শাসকের অনুগত হওয়ার নিদান দিয়েছে তারা।

কিছু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনুদান বন্ধের হুমকিতে ট্রাম্প প্রশাসনের শর্ত মেনে নিলেও

লস এঞ্জেলেসে ট্রাম্প বিরোধী মিছিল। ১৪ জুন

একেবারেই অনুগত নয়! অতএব অনুদান বন্ধ করে তাদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে। আসলে গাজার উপর ইজরায়েলের একতরফা নৃশংস আক্রমণে স্বার্থ আছে মার্কিন অস্ত্র লবির, ট্রাম্প সাহেব নিজেও গাজা দখল করে সেখানে হোটেল ব্যবসা চালু করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ফলে এই গণহত্যায় আমেরিকার সামরিক ও আর্থিক মদতের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদে সরব হচ্ছে। তাতেই শাসকদের চোখে 'শৃঙ্খলাভঙ্গ' হয়েছে।

বিশ্বে এক নম্বর শক্তিধর দেশ আমেরিকার প্রেসিডেন্টের প্রধান কাজ মার্কিন পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষা, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন অস্ত্রশস্ত্রের বৃহৎ কারবারিরা। ইজরায়েল এই অস্ত্র ব্যবসার জন্য বর্তমানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খরিদ্দার। পাশাপাশি এই ইজরায়েলই হল পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিশ্বস্ত স্যাঙাৎ। তাই তার বিরুদ্ধতা বন্ধ করাটা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ হিসাবে ট্রাম্প সাহেবের কর্তব্য। তা ছাড়া, ফ্যাসিবাদী হার্ভার্ড কর্তৃপক্ষ বলিষ্ঠতার সঙ্গে জানিয়েছে, স্বাধীন, স্বনির্ভর একটি প্রতিষ্ঠানকে সরকারের এই হুমকি চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার এবং সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করতে দিতে রাজি নন। তারা সরকারের দেওয়া শর্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, গোটা বিশ্বের ছাত্রছাত্রীদের নিয়েই হার্ভার্ড। সেখানে নানা দেশ থেকে আসা শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের জ্ঞানের আদানপ্রদানের মাধ্যমে চিন্তা ও গবেষণার ধারা তৈরি হয়। সে ক্ষেত্রে স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার, পছন্দমতো বিষয়ে গবেষণার অধিকার, প্রয়োজন মতো শিক্ষক নিয়োগের অধিকার অবশ্যই থাকবে প্রতিষ্ঠানের। না হলে সেটা আর বিশ্বের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে না। এর পরই উদ্ধত ট্রাম্প সরকার হার্ভার্ডের ২০০ কোটি ডলার আর্থিক অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের করমুক্ত মর্যাদাও প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

হার্ভার্ডের মতো বিশ্বের ঐতিহ্যমণ্ডিত

পাঁচের পাতায় দেখুন

আমেদাবাদে প্লেন দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু

গভীর শোক এসইউসিআই(সি)-র

আমেদাবাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে ভয়ঙ্কর বিমান দুর্ঘটনায় ২৫০ জন মানুষের মৃত্যুতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৩ জুন এক বিবৃতিতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেন, রেলের মতোই বিমানচালনা ক্ষেত্রটিও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ও অবহেলার কারণে দুর্ঘটনাপ্রবণ হয়ে উঠছে। তিনি এই বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধানে উচ্চ পর্যায়ের বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করে বলেন, টাটা গোষ্ঠী এবং ডিজিসিএ-কে এর দায় বহন করতে হবে এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, যদিও এতজন মানুষের প্রাণহানির জন্য কোনও ক্ষতিপূরণই যথেষ্ট নয়, তা সত্ত্বেও এয়ারলাইন কর্তৃপক্ষ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত এই দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারগুলিকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া।

বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে ১৩ জুন আমেদাবাদে এইচ কে আর্টস কলেজের সামনে বেদি স্থাপন করে শোকজ্ঞাপন। উপস্থিত ছিলেন এআইডিএসও নেতা-কর্মীদের সঙ্গে এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দ্বারিকানাথ রথ।

সুরক্ষার দাবিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের মিছিল

ভিন রাজ্যে এ রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা, রেজিস্ট্রেশন ও সরকারি পরিচয়পত্র, দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবার পিছু একজনের চাকরি ও ২০ লক্ষ টাকা অনুদান এবং আহতদের ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান, ওয়েলফেয়ার বোর্ডে

পরিযায়ী শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব রাখা সহ ৮ দফা দাবিতে ১০ জুন এআইইউটিইউসি অনুমোদিত অল ইন্ডিয়া মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে পরিযায়ী শ্রমিকরা মিছিল করেন। মিছিল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ হয়ে ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে পৌঁছায়। সেখানে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস, পরিযায়ী শ্রমিক সংগঠনের নেতা পূর্ণ চন্দ্র বেরা ও বিকাশ শাসমল সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আগত পরিযায়ী শ্রমিক ও নেতৃবৃন্দ। সভা সঞ্চালনা করেন সংগঠনের রাজ্য অফিস সম্পাদক সনাতন দাস। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক জয়ন্ত সাহার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল রাজ্য শ্রমমন্ত্রী ও রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে ডেপুটেশন দেয়।

দীর্ঘ আলোচনার পর চেয়ারম্যান ওয়েলফেয়ার বোর্ডে এআইইউটিইউসি-র প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি মেনে নেন এবং বাকি দাবিগুলোর প্রশ্নে সহমত হয়ে সমাধানের আশ্বাস দেন।

নদিয়ায় গ্রামীণ চিকিৎসকদের আন্দোলন

১২ জুন পিএমপিএআই, নদীয়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে গ্রামীণ চিকিৎসকদের ড্রাগ কন্ট্রোল ও পুলিশ প্রশাসন কর্তৃক প্র্যাক্টিস বন্ধ করার প্রতিবাদে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দেন রাজ্য সম্পাদক ডাঃ রবিউল আলম, লক্ষ্মণ শর্মা। এ ছাড়া বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মানস কর, রাজ্য কমিটির কাউন্সিল সদস্য সুশান্ত বিশ্বাস ও নরেশ চন্দ্র সরকার।

জেলার বিভিন্ন ব্লকে গ্রামীণ চিকিৎসকদের ড্রাগ কন্ট্রোল এবং পুলিশ প্রশাসন কর্তৃক প্র্যাক্টিস বন্ধ করানো, প্র্যাক্টিসস্থলে ওষুধ রাখতে না দেওয়ার প্রতিবাদে, সরকারি প্রাইমারি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার ৬ মাসের কোর্স শেষে শংসাপত্র প্রদানের দাবিতে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তিনি দাবিগুলির যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে দ্রুত সমস্যার সমাধান করবেন বলে আশ্বাস দেন। ২৩০ জন গ্রামীণ চিকিৎসক মিছিল করে সিএমওএইচ দপ্তরের গেটে বিক্ষোভ দেখান।

সিকিমে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সভা

অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের উদ্যোগে সম্প্রতি সিকিমের সিংটামে অনুষ্ঠিত হল ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সাধারণ সভা।

উপস্থিত হয়েছিলেন ওই রাজ্যের বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা। ৯ জুলাই দশটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং কয়েকটি স্বতন্ত্র জাতীয় ফেডারেশন দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট সফল করার যে আহ্বান জানিয়েছে তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সেই ধর্মঘটকে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পক্ষ থেকে সফল করার আবেদন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রায়মণ্ডল এবং এআইইউটিইউসি-র অন্যতম সংগঠক জয় লোধ। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বেসরকারিকরণ, স্থায়ী কাজে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ, কন্ট্রাকচুয়াল কর্মীদের নিয়মিতকরণ সহ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর উপস্থিত কর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান তাঁরা। সিকিম রাজ্যে ব্যাঙ্ককর্মীদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে ওই সভায় ওঙ্গে ভুটিয়া এবং বিকাশ তামাংকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ১২ জনের কমিটি গঠিত হয়।

আদিবাসী আশ্রম হোস্টেল কর্মচারীদের দাবি নিয়ে

কমিশনারকে ডেপুটেশন

রাজ্যের সমস্ত আদিবাসী আশ্রম হোস্টেলে সুইপার-রাঁধুনি ও হেল্পার পদে কর্মরত কর্মচারীদের দাবি নিয়ে ১৩ জুন ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওয়েলফেয়ার ও রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডাইরেক্টরেটের কমিশনারের কাছে দাবিপত্র পেশ করল পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন। মালদা, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া থেকে শতাধিক কর্মী কলকাতার মিত্র বিল্ডিং-এ উপস্থিত হন। ইউনিয়নের সভাপতি সুনির্মল দাসের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওয়েলফেয়ার কমিশনারের সঙ্গে সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। কমিশনার বেশ কিছু দাবি মেনে নেন।

দাবিগুলি হল— আশ্রম হস্টেলের নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য নাইট গার্ড ও ঝাড়ুদার নিয়োগ, আশ্রম হোস্টেলের সুপার-কুক ও হেল্পারদের সরকারি আদেশনামা ৯০০৮ এফ(পি) অনুযায়ী অন্তর্ভুক্তিকরণ, আশ্রম হোস্টেল কর্মচারীদের অবসরকালীন ৫ লক্ষ টাকা ভাতা প্রদান, স্থায়ী কর্মচারীদের সুপারের পদে না রাখা, মাসের ১ তারিখেই হোস্টেল কর্মচারীদের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে ভাতা প্রদান, উৎসবে বোনাস দেওয়া প্রভৃতি।

পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে মিছিল মেছেদায়

৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে পূর্ব মেদিনীপুরের মেছেদায় ক্ষুদিরাম পার্কে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হয়। এই উপলক্ষে সচেতনতা মিছিল করে মেছেদা পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি। মেছেদায় পৌর প্রশাসনের অবহেলায় জঞ্জালের স্তূপ ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। অন্য দিকে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই দূষণে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। এ দিনের শোভাযাত্রায় শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

রিলায়েন্স জুট মিল বন্ধের

প্রতিবাদ এআইইউটিইউসি-র

উত্তর ২৪ পরগণার ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুট মিল হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিন হাজারেরও বেশি শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস বলেন, রিলায়েন্স জুট মিলে শ্রমিকদের উপযুক্ত নিরাপত্তা ও ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুযায়ী ৯০ শতাংশ স্থায়ী ও ২০ শতাংশ স্পেশাল বদলি এবং গ্রেড অ্যান্ড স্কেল ও অ্যাটেনডেন্স অ্যালাউন্সের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য মিল মালিকরা হঠাৎ কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে।

ফলে ৩ হাজারেরও বেশি শ্রমিক আজ কাজ হারিয়ে সন্তান-সন্ততি সহ পরিবার নিয়ে ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। ত্রিপক্ষীয় চুক্তি কার্যকর করে মিল খোলার ব্যবস্থা করতে হবে এবং মিলের কর্মরত সমস্ত শ্রমিকের আগের মতো কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

কণ্ঠরোধ করছেন

চারের পাতার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত থেকে সেরা ছাত্রছাত্রীরা পড়তে ও গবেষণা করতে আসেন এবং সেখানকার শিক্ষকরাও পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে বিশ্ববন্দিত। এই প্রতিষ্ঠানে গবেষণা করে অনেকে নিজের দেশে ফিরে আরও উচ্চস্তরের গবেষণা ও নিত্যনতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে মানবসমাজে বহু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এই অবস্থায় সরকারের অনুদান বন্ধে গবেষণা বন্ধ হয়েছে বহু ক্ষেত্রে। ৬০ শতাংশের বেশি বিদেশি ছাত্র গবেষণা সহ উচ্চশিক্ষার জন্য আসে হার্ভার্ড ও আমেরিকার এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। শিক্ষাক্ষেত্র তো বটেই, অনুদান বন্ধে মার্কিন নাগরিকদের স্বাস্থ্য বিষয়ক বহু গবেষণা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। টিবি, ক্যান্সার, অ্যালঝাইমার্স সহ বহু অসুখ থেকে সেরে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধের গবেষণা বন্ধ হয়েছে। বন্ধ হয়েছে পরিবেশ দূষণ, পেশাগত সমস্যা, খাদ্য ও জনস্বাস্থ্যের সম্পর্ক বিষয়ক নীতি ও কর্মসূচি নির্ধারণের কাজও। মার্কিন নাগরিকরা সহ বিশ্বের নানা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হতে পারত এই কর্মকাণ্ডে। কিন্তু সে সবের তোয়াক্কা না করে মার্কিন নাগরিকদেরই টাকায় তৈরি সরকারি তহবিল থেকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া অনুদান কলমের এক খোঁচায় বন্ধ করে দিল ট্রাম্প সরকার।

শিক্ষা ও গবেষণায় বিশ্বে নেতৃত্বকারী ভূমিকা ছিল আমেরিকার। ট্রাম্প সরকারের নানা বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা ক্ষেত্রে অনুদান বন্ধের পদক্ষেপে সেই মর্যাদাও ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

প্রশ্ন উঠেছে, শাসকের অনুগত না হলেই কি কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম শত্রু তালিকায় উঠে যাবে? স্বায়ত্তশাসিত একটি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কী কোনও ক্ষমতাই থাকবে না কোন ছাত্ররা পড়বে, কারা পড়াবেন, কী পড়াবেন, কোন ক্ষেত্রে গবেষণা হবে তা ঠিক করার? বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণার সঙ্গেই যুক্ত হয়ে আছে তার স্বাধিকারের প্রশ্ন। শিক্ষাবিদরা সিদ্ধান্ত নেবেন পড়ানোর সিলেবাস ও শিক্ষার অন্যান্য বিষয়ে। শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনও প্রশাসকের ফতোয়ায় তা পরিবর্তন করতে হলে শিক্ষা হয়ে পড়ে নিছক ট্রেনিং। তাতে সেই প্রতিষ্ঠান আর যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয় থাকে না। কারণ, সৃষ্টিশীলতা ধ্বংস হয় এই ফতোয়ায়। স্বৈরাচারী শাসকরা শিক্ষাকে মারতে চায়, স্বাধীন চিন্তা ও গণতান্ত্রিক ভাবনা-ধারণাকে পিষে মারতে চায় বলেই প্রশাসনিক ফতোয়া দিয়ে, টাকার জোর দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারের গলা টিপে ধরে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান বন্ধ করে ট্রাম্প সাহেব সেই পথেই হাঁটলেন।

এ বিষয়ে আমেরিকার সাথে ভারতের হুবহু মিল রয়েছে। ওখানে হার্ভার্ড, কলম্বিয়া, মিশিগান, এখানে জেএনইউ, হায়দরাবাদ কিংবা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শাসকের রক্তচক্ষু দেখছে বারবার। প্রশ্ন করলে বা কোনও বিষয়ে বিরোধিতা করলেই জুটেছে 'দেশদ্রোহী'র তকমা, কারাবাসও জুটেছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ছাত্রেরা তো বটেই, গবেষক শিক্ষকদের দায়িত্বই হল— প্রশ্ন তোলা। প্রচলিত ব্যবস্থাকে, শাসককে প্রশ্ন করতে শেখাতে পারেন না যিনি, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভোগী কর্মচারী হতে পারেন, যথার্থ শিক্ষক হতে পারেন না। এটাই সারা বিশ্বের বরেণ্য শিক্ষাবিদরা দেখিয়েছেন।

পৃথিবীর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, যুগে যুগে ছাত্ররাই সমাজে ঘটে চলা অন্যায়ের বিরুদ্ধে এগিয়ে এসেছে। যুক্তির নিরিখে ন্যায়-অন্যায় বিচার করে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। সব রকম পিছুটান অতিক্রম করে শাসকের চোখে চোখ রেখে প্রতিবাদ জানিয়েছে। শাসকের নিপীড়ন সহ্য করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে আপসকে। আরব বসন্ত, অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট হোক কিংবা দিল্লিতে নির্ভয়ার নৃশংস হত্যা ও কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে অভয়ার নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে আন্দোলন হোক— ছাত্ররাই এই ঐতিহাসিক আন্দোলনগুলির মূল প্রাণশক্তি। সেজন্যই হার্ভার্ডের মতো বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্যালেস্টাইনের ওপর সাম্রাজ্যবাদী ইজরায়েলের নৃশংস বর্বরতার প্রতিবাদ করলে ভয় পায় শাসকরা। প্রতিবাদের কণ্ঠ রোধ করতে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গলায় প্রশাসনিক ফাঁসের দড়ি টেনে ধরে।

শাসক চায় ছাত্ররা তার অনুগত বাহিনীতে পরিণত হোক, যারা কোনও প্রশ্ন করবে না, তর্ক করবে না। তা হলে শাসকের অন্যায় কাজের জবাবদিহি করতে হবে না। অঙ্কুরেই প্রতিবাদের বীজকে ধ্বংস করে জনগণের প্রতিবাদের শক্তিকে শেষ করতে চায় সরকার। এমনিতেই ট্রাম্পের বিরুদ্ধে জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে দেশের সর্বত্র। তা সামলাতে ব্যর্থ মার্কিন প্রশাসন। আশার কথা, এখনও বহু গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষ আছেন, যারা এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ছাড়াও প্রাক্তনীরা পথে নেমেছেন শিক্ষাকে বাঁচাতে।

পাঠকের মতামত

গণদাবী শত্রু-মিত্র চেনাচ্ছে

গণদাবীতে 'শাসক দলের রাজনীতির কাছে বিরোধীদের নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ' শীর্ষক লেখাটি (৭৭ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা) খুবই ভাল হয়েছে।

বিগত কয়েকটি সংখ্যা ধরে বিশেষত পহেলগাঁও ঘটনার পর ভারত ও পাকিস্তানের কৃত্রিম যুদ্ধের মহড়া এবং তাকে কেন্দ্র করে দেশের অভ্যন্তরে মুসলিম বিদ্বেষ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি সংসদীয় বিরোধী দলগুলির দেশপ্রেমিক সাজতে শাসক দলের কাছে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ— বিষয়গুলি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে যে প্রবন্ধগুলি লেখা হয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষের কাঠগড়ায় বিজেপিকে তুলে ধরে রীতিমতো চাবকানো হয়েছে এবং সাথে সাথে বিরোধী দলগুলোর বিরোধী ভূমিকার আলখাল্লাটাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে একেবারে বেআব্রু করে দেওয়া হয়েছে। বাইরে প্রচারমাধ্যমের ঢক্কানিনাদ যতই শাসকদলের প্রচারের লক্ষ্যকে সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করুক না কেন, গণদাবীর প্রবন্ধগুলি চাঁচাছোলা ভাষায় অভিমুখটাকে ঘটনার মূল বাস্তবতায় টেনে নিয়ে আসে। মূল বিষয়টা ছিল পহেলগাঁওয়ে পর্যটক হত্যা ও সন্ত্রাসবাদ। সরকারের কোনও পদক্ষেপই এর উপরে আলোকপাত তো করেইনি, বরং উগ্র দেশপ্রেম ও সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে প্রকৃত ঘটনাকে চাপা দিতে চেয়েছে। বিরোধী দলগুলিও তাদের ভোটের রাজনীতির স্বার্থে মূল প্রশ্নগুলো এড়িয়ে গিয়ে শাসকদের কাছে আত্মসমর্পণ করল। মেকি কমিউনিস্ট সিপিএমও এই গভীর সংকটের মুহূর্তে শোষিত শ্রমজীবী মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে একই সুরে গলা মেলাল। সেখানে গণদাবী তার প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে শোষিত মানুষের স্বার্থকে যুক্তির প্রখরতায় তুলে ধরেছে। এটাই একটা বিপ্লবী দলের মুখপত্রের কাজ। একদিন বিপ্লবী মুখপত্রই মার্ক্সের সাথে এঙ্গেলসকে, লেনিনের সাথে স্ট্যালিনকে যথার্থ শ্রেণিচেতনায় মিলিয়েছিল। আশা করি, তেমনই একদিন এই পথেই এ দেশের শ্রমজীবী শোষিত মানুষ আন্দোলনের শ্রেণিচেতনায় চিনে নেবে তাদের বিপ্লবী মুখপত্র এবং তার দলকে।

তপন চক্রবর্তী
বেহালা

বামপন্থী আন্দোলনে দুটো ধারা

এখন বামপন্থী আন্দোলনের দুটো ধারা পরিষ্কার হয়ে গেছে। একটা এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে জনগণকে নিয়ে আপসহীন লড়াইয়ের ধারা। এটাতে প্রচার কম, সাফল্যও সবসময়ে চটজলদি হয় না। কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এই পথে সততা আছে, লড়াকু চরিত্র গঠনের সম্ভাবনা আছে, যা ভবিষ্যতের বড় লড়াইয়ের বীজ হিসেবে রক্ষিত থাকবে।

অপর ধারাটি রাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণের ধারা, সিপিআইএমের নেতৃত্বে। যেটায় প্রচার আছে, চমক আছে কিন্তু জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরণের কোনও সম্ভাবনা নেই। রাষ্ট্রের হয়ে বিদেশে প্রচার করতে যাওয়ার নির্লজ্জতা আছে, শঠতা আছে কিন্তু সৎ লড়াকু চরিত্র গঠন সম্ভব নয় এ পথে। তাই রাষ্ট্রের হাজার আক্রমণের সামনেও, জয় জনগণের সৎ আন্দোলনের হবেই, হবে এসইউসিআই (সি) দলের নেতৃত্বেই।

এটা বারে বারে অতীতেও প্রমাণিত হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।

বিপ্লব বসাক
কোন্নগর

নারী ক্ষমতায়নের ফাঁপা বুলি

'নারীশক্তি কি ইয়ে উর্জা হি হামারে প্রাণবায়ু হ্যায়' অর্থাৎ নারীর এই জীবনদায়ী শক্তিই আমাদের বেঁচে থাকার রসদ। মোবাইলের রেডিও থেকে বাক্যটা শুনে মনটা ভরে গেল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৯৯তম 'মন কি বাত'-এ উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট বা নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে বলতে গিয়ে এই সুন্দর বিবরণটি দিয়েছিলেন। নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে রাস্তাঘাটেও কম আলোচনা হয় না। কান ফেস্টিভাল থেকে অপারেশন সিঁদুর সর্বত্রই নারীর ক্ষমতায়ন। ওদের চোখ মুখে 'আমরা নারী আমরা সব পারি' এরকম একটা অনুভূতি প্রকাশ প্রায় ক্রমশ।

আচ্ছা সত্যিই কি নারীরা সব পারেন? তাঁদের পারার জন্য সমস্ত প্রতিবন্ধকতা নির্মূল হয়েছে? সরকার কি তা দূর করতে কার্যকর ভূমিকা নিয়েছে? নাকি নারী স্বাধীনতার বুলি আওড়ে স্বেচ্ছাচারিতার মোড়কে মুড়ে শুষে নিচ্ছে সব প্রাণরস?

সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের আখের খেতে কাজ করার জন্য জরায়ু অপসারণ করেতে হয়েছে ৮৪৩ জন মহিলা শ্রমিককে, যাদের মধ্যে ৪৭৭ জনের বয়স ৩০-৩৫-এর মধ্যে।

জরায়ু অপসারণের কারণ ঋতুস্রাব জনিত কারণে একদিন কামাই হলে মালিক কেটে নেয় ৫০০ টাকা। তাই এই পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হন তাঁরা। কারণ পেট বড় বালাই। অগত্যা জরায়ু অপসারণ। তাতে দেহ ক্ষয় হয় ঠিকই। মৃত্যুভয়ও থাকে। কিন্তু একদিন কামাই করে মালিকেব রোষে পড়ে কাজ হারানোর ভয় থাকে না।

১৪৬ কোটি জনসংখ্যার গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে যেখানে মোট ভোটার ৯৯.১ কোটি। তার মধ্যে পুরুষ ভোটার ৫১.২ শতাংশ ও মহিলা ভোটার ৪৮.৩ শতাংশ। লোকসভায় শতকরা ১৩.৬ শতাংশ মহিলা সাংসদ প্রতিনিধিত্ব করছেন। রাজ্যসভায় ১০.৭ শতাংশ। অর্থমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি সর্বত্রই উইমেন এমপাওয়ারমেন্টের ঝলকানি। সেই ঝলকানিতে চোখ ঢেকে যায়। অথচ তাঁরা পার্লামেন্টে কিংবা পার্লামেন্টের বাইরে প্রশ্ন করেন না— কেন এত বড় ঝুঁকি নিতে হয় এই মহিলা শ্রমিকদের?

উইমেন এমপাওয়ারমেন্টের ঝলকানি হয়ত আরও বাড়বে। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কোনও এক সুপার উয়োম্যান চাঁদে গিয়ে হয়তো জমি কিনবে। শুধু ব্রাত্য রয়ে যাবে সত্যিকারের খেটে খাওয়া মহিলারা।

শবনম আখতারি বেলেঘাটা

জাল নোট বন্ধে চাই সঠিক পদ্ধতি

সম্প্রতি এক রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে, গত এক বছরে ৫০০ টাকার জাল নোট ৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও এই হিসেব শুধুমাত্র এক বছরে যে পরিমাণ জালনোট বাজেয়াপ্ত হয়েছে তার পরিসংখ্যান। ধরাছোঁয়ার বাইরে আরও যে বিপুল পরিমাণ জাল নোট রয়েছে তার হিসেব এই পরিসংখ্যানে নেই। তা হলে ২০০০ টাকার নোটের মতো ৫০০ টাকার নোটও কি আবার বাতিল করা হবে? শোনা যাচ্ছে ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের এক শরিক দলের নেতা ৫০০ টাকার নোট বাতিলের দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু এই নোট বাতিলের মাধ্যমে আদৌ জাল নোটের কারবার, কালো টাকা, সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ কি সম্ভব হবে ?

২০১৬ সালে রাতারাতি এক ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১০০০ এবং ৫০০ টাকার নোট বাতিল করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার ও শাসকদলের বক্তব্য ছিল এর ফলে জাল নোটের কারবার ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিহত করা যাবে। পাশাপাশি কালো টাকার কারবারিরা জব্দ হবে। তাতে গরিব সাধারণ মানুষের দুর্দশাই শুধু বেড়েছিল। নোট বাতিলের ফলে দেশের জনসাধারণের দৈনন্দিন সমস্যাগুলিরও কোনও সুরাহা হয়নি। ২০১৬ সালে ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলের সময় একটি রেস্পিরা সিরাপের দাম ছিলো ২০ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের একজন জুট মিল শ্রমিকের সর্বোচ্চ দৈনিক বেতন ছিল (শতকরা ১ শতাংশ শ্রমিক) ৫০০ টাকার কম। বর্তমানে রেস্পিরা সিরাপের দাম ৬৩ টাকা এবং একজন জুটমিল শ্রমিকের সর্বোচ্চ দৈনিক বেতন প্রায় ৬০০ টাকা (শতকরা ০.৫ শতাংশ শ্রমিক)।

নোট বাতিলের ন'বছরে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমিকের বেতন বেড়েছে মাত্র ২ শতাংশ অথচ জীবনদায়ী ঔষধের দাম তিনগুণ বেড়েছে, বেকারত্ব বেড়েছে, পেট্রল, ডিজেল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দামবৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু জাল নোটের কারবার আরও বেড়েছে। কালো টাকা কত উদ্ধার হয়েছে তার কোনও হিসাব সরকার মানুষকে দেয়নি। ভারত এখনও দেশবিরোধী ও সন্ত্রাসবাদ মুক্ত হয়নি। হয়তো আবার নোট বাতিল হবে। কিন্তু প্রশ্ন একটাই, এর দ্বারা দেশের কোন শ্রেণির জনগণ লাভবান হবে। পরিশেষে একটি কথাই বলার— দেশের দুর্দশা ঘোচাতে শুধুমাত্র হাতুড়ে টোটকা নয়, বরং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কারণ নির্ণয় করে সমাধানের সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন জরুরি।

সুজয় দাস, কলকাতা

স্মার্ট মিটার রুখতে দেশ জুড়ে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে

বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলনের চাপে পশ্চিমবঙ্গে স্মার্ট মিটার লাগানো আপাতত বন্ধ হলেও বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুতের বেসরকারিকরণ ও স্মার্ট প্রিপেড মিটার লাগানো বন্ধ, বর্ধিত ফিক্সড ও মিনিমাম চার্জ প্রত্যাহার, গৃহস্থে মাসে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুতে ছাড়, কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ ও এলপিএসসি (জরিমানা) মকুব, অন্যায় ভাবে লোডের ভিত্তিতে অতিরিক্ত সিকিউরিটি ডিপোজিট আদায় না করে গ্রাহকদের জমা রাখা সিকিউরিটির উপর আইনসম্মত ভাবে সুদের টাকা ফেরত সহ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলি নিয়ে অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বানে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়ার উদ্দেশ্যে গণস্বাক্ষর সংগ্রহের কর্মসূচি চলছে। রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন 'অ্যাবেকা'র পাঁশকুড়া জোনাল কমিটির পক্ষ থেকে ৮ জুন পাঁশকুড়া স্টেশন বাজারে ও মাইশোরা অঞ্চল শাখার পক্ষ থেকে মনসাপুকুর হাটে এবং ভোগপুর শাখার পক্ষ থেকে ভোগপুর বাজারে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ হয়। কর্মসূচিগুলিতে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, শংকর মালাকার, স্বপন খাঁড়া, নিলয় খালুয়া, নব পাত্র প্রমুখ।

বালুরঘাটে রাজনৈতিক ক্লাস

'কেন ভারতের মাটিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) একমাত্র সাম্যবাদী দল' এই বইটি নিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির আহ্বানে একটি রাজনৈতিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় ৮ জুন বালুরঘাটে দলীয় অফিসে। ক্লাস পরিচালনা করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল। পঞ্চাশের বেশি পার্টির কর্মী-সমর্থক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

ক্রিকেট ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার বলি হল ১১টি তরুণ প্রাণ

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র বছর কুড়ির ভূমিক, বাবাকে না জানিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল তার প্রিয় ক্রিকেটারদের এক ঝলক দেখবে বলে। কিন্তু বাড়ি আর ফেরা হল না। মৃত ভূমিকের বাবা আর্ত চিৎকার করে পুলিশকে বলছেন, 'ওর শরীরটাকে পোস্টমর্টেম কোরো না। আমাকে অন্তত ওর দেহটা ফিরিয়ে দাও। আমার একটাই ছেলে। আমি এখন বাঁচব কী করে?' শুধুমাত্র ভূমিক নয়, আইপিএল চ্যাম্পিয়ন রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি)-র বিজয় মিছিল দেখতে এসে ৪ জুন ব্যাঙ্গালোরের চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের কাছে ভিড়ের পায়ে পিষে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে চলে গেল ১১টি তাজা প্রাণ। এর মধ্যে ১৩ বছরের নাবালিকা সহ পাঁচজনের বয়স কুড়ির মধ্যে। বাকিরাও সকলেই তরতাজা যুবক। আহত ৪৭।

এই মৃত্যু কি অবশ্যম্ভাবী ছিল? অবশ্যই না। খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এই দুঃখজনক ঘটনাটি রোধ করার সমস্ত উপায় সরকার ও পুলিশ-প্রশাসনের হাতে ছিল। ঠিক কী হয়েছিল সে দিন? ১৭ বছর পর আরসিবির আইপিএল জেতাকে সামনে রেখে গোটা ব্যাঙ্গালোর জুড়ে উন্মাদনা তৈরির সমস্ত চেষ্টা চালিয়েছে আরসিবি কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি কর্ণাটক সরকার নিজেও। ৪ জুন আরসিবি বিধানসভা ভবন 'বিধানসৌধ' থেকে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম পর্যন্ত বিজয় মিছিল ও বিনামূল্যে পাস পাওয়ার কথা প্রচার করে।

এ দিকে ট্রফি জয়ের উল্লাসের স্রোতে শামিল হয়ে রাজ্যের যুবসমাজের কাছে জনপ্রিয় হওয়ার সুযোগ ছাড়তে চায়নি কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকার। তাই তাদের পক্ষ থেকে বিধানসৌধে খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা দিতে উপস্থিত হন রাজ্যপাল সহ মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রী। সেখানে ক্রমাগত ভিড় বাড়তে থাকে এবং সেই ভিড় ক্রমে বিপুল চেহারা নিয়ে স্টেডিয়ামের গেটে আছড়ে পড়ে। পুলিশ লাঠিচার্জ করলে প্রবল বিশৃঙ্খলা শুরু হয়, অনেকে পড়ে যান ও পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়।

৪ জুন অনুষ্ঠানের আগে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বৈঠকে পুলিশের পক্ষ থেকেও এত কম সময়ে এত বড় অনুষ্ঠানের ব্যাপারে জোরের সঙ্গে আপত্তি জানানো হয়নি। এক পুলিশ কর্তা মন্তব্য করেছেন, বিজয় মিছিলের সিদ্ধান্ত বাস্তবে একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল, যা আটকানোর ক্ষমতা পুলিশের ছিল না।

অথচ এই উৎসব কয়েকদিন পরে করলে উত্তেজনার পারদ অনেক স্তিমিত হত এবং উৎসবও অনেক বেশি পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত হত। ব্যাঙ্গালোর পুলিশের পক্ষ থেকে তা নাকি বলাও হয়েছিল। কিন্তু সরকার সেই পরামর্শ শোনেনি। আসলে সমস্ত বেনিয়ম দেখেও রাজ্য সরকার তার রাজনৈতিক ফয়দার জন্য এই অনুষ্ঠানকে কার্যত সরকারি অনুষ্ঠানে পরিণত করেছিল। আর তাই রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী নিজে গাড়িতে বেসরকারি কোম্পানি আরসিবি-র পতাকা উড়িয়ে বিমানবন্দরে টিমকে স্বাগত জানাতে গিয়েছিলেন। জনপ্রিয় হওয়ার লোভে প্রস্তুতিহীন অবস্থায় এত বিপুল সংখ্যক লোকের হুল্লোড়ের পরিণাম কী হতে পারে সে সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রীও ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি।

আরসিবি চেয়েছিল তাদের ব্র্যান্ড ভ্যালু বাড়িয়ে আরও রোজগারের জন্য উৎসবের নামে হুল্লোড় পরের দিনই করতে। কিন্তু সরকার কেন তাতে মেতে উঠবে? কেন তাকে সরকারি অনুষ্ঠানে পরিণত করবে? ফলে এই মর্মান্তিক মৃত্যুর দায় কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকার কোনও মতেই এড়াতে পারে না। সরকার না চাইলে আরসিবি কর্তৃপক্ষ ৪ জুন সকাল থেকে সমাজমাধ্যমে কী করে বিজয় মিছিল হওয়ার কথা ঘোষণা করে ক্রিকেট ভক্তদের মাতাতে পারল?

উৎসবের নামে উন্মাদনা তৈরির এই সিদ্ধান্ত যারা নিয়েছে, যারা তাতে সম্মতি দিয়েছে, প্রশাসনিক সাহায্য করেছে, সামাজিক মাধ্যমে পরের পর পোস্ট করে যারা মানুষের উত্তেজনার আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে রাস্তায় টেনে এনে নামিয়েছে এই ঘটনার, এই মৃত্যুর সমস্ত দায়ভার তো তাদেরই। অথচ আরসিবি মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ধরিয়ে দিয়ে দায় সেরেছে। সরকারও ব্যাঙ্গালোর পুলিশের কয়েকজন কর্তাকে সাসপেন্ড করে এতবড় ঘটনার দায় ঝেড়ে ফেলেছে।

আরও জানা গেছে, চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে যখন ক্রিকেট ভক্তদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল, ভিতরে তখন উৎসব কিন্তু চলছিল। সাধারণ মানুষের আজ একটাই প্রশ্ন— কোনও বিজয়োৎসব কি মানুষের প্রাণের থেকেও বেশি মূল্যবান? তা না হলে মৃত্যুসংবাদ জানার পরও কি করে বিজয়োল্লাস চলতে পারল? বুঝতে অসুবিধা হয় না ক্রিকেট আজ পুরোপুরি ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। আর আইপিএল হল ক্রিকেটকে সামনে রেখে বেসরকারি মালিকদের হাজার হাজার কোটি টাকা মুনাফা লোটার সব থেকে বড় প্রতিযোগিতা। সমস্ত টিমগুলোর মালিক হল বড় বড় কর্পোরেট সংস্থা ও ধনকুবেররা। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের স্থানীয় মানুষের আবেগকে পুঁজি করে কোটি কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করার জন্যই আইপিএল টিমের নামের সঙ্গে শহর বা রাজ্যের নাম যুক্ত করা হয়। এর সঙ্গে সেই নির্দিষ্ট রাজ্যের ক্রিকেটের কোনও স্বার্থ যুক্ত নেই। একটি রাজ্যের ক্রিকেট পরিচালন সংস্থার টিম সেই রাজ্যের মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী ক্রিকেট টিম। অথচ সেই টিম যখন রঞ্জি ট্রফি খেলে তখন আমরা সংবাদমাধ্যমকে এমন উন্মাদনা তৈরি করতে দেখি কি? আসলে ক্রিকেটের মতো জনপ্রিয় একটি খেলায় রাজ্যের নামে সমর্থক তৈরি আর তাদের উল্লসিত করার নেশায় না মাতালে আইপিএল-ব্যবসা সাফল্যের শিখরে ওঠে না, অর্থলগ্নিও সর্বাঙ্গ সার্থক হয় না। সুতরাং সীমাহীনভাবে সুস্থতার দিগন্ত ছাপিয়ে যায় বিজ্ঞাপন।

খেলা নিয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনা আগে থাকলেও এই মাত্রাহীন উন্মাদনা ব্যবসায়িক স্বার্থে প্রচারমাধ্যমের দান। শুধু খেলার নামে ব্যবসার জন্যই নয়, কর্পোরেট অর্থে পুষ্ট মিডিয়া যুবসমাজের মধ্যে খেলা নিয়ে উন্মাদনা তৈরি করে, যাতে তারা জীবন-জীবিকার মূল সমস্যাগুলি ভুলে এই নিয়েই মেতে থাকে। এই মুনাফা শিকারিরাই ক্রিকেটারদের হিরো বানায়। এই সব হিরোরা সুস্থ জীবনের সন্ধান না দিয়ে কোটি কোটি টাকা নিয়ে দেশের যুব সম্প্রদায়কে আমন্ত্রণ জানায় ফ্যান্টাসি অ্যাপের জুয়া খেলতে, মাদকের নেশায় মেতে উঠতে।

খেলা শেষ হল। আইপিএল রোজগার করল ১২ হাজার কোটি টাকা। প্রতিযোগিতার স্পনসর টাটা গ্রুপ রোজগার করল ৫০০ কোটি টাকা। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো প্রায় ৩০৭ কোটি আর সমস্ত দল মিলিয়ে ৬৭৯৭ কোটি টাকা আয় করল। ট্রফি জেতার জন্য আরসিবি পেল কুড়ি কোটি টাকা আর তার কোম্পানির শেয়ার-মূল্য ২০০০ কোটি টাকার ওপর চলে গেল। ক্রিকেটাররা কোটি কোটি টাকা রোজগার করল। আর আপনি আমি কী পেলাম? ১১ জনের মৃত্যু, কিছু দুঃখপ্রকাশ করা টুইট, ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ আর সবটা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য একটা তদন্ত কমিটি!

জল-জঙ্গল-জমির অধিকার রক্ষার লড়াই জোরদার করতে শিলদায় সভা

১৫ জুন জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির শিলদা শাখার উদ্যোগে সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই মহানায়ক সিধু-কানহু এবং ছোটনাগপুর অঞ্চলের ব্রিটিশ ও জমিদারদের শাসন-শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উলগুলানের নেতা বিরসা মুণ্ডার জীবনসংগ্রাম ও ইতিহাস চর্চার জন্য একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয় ঝাড়গ্রামের শিলদা রাধাচরণ হাইস্কুলে। উদ্যোক্তারা বলেন, এই শহিদদের অপূরিত স্বপ্নকে সফল করার উদ্দেশ্যে ও জল-জঙ্গল-জমির অধিকার রক্ষার আন্দোলন শক্তিশালী করাই তাঁদের লক্ষ্য। সভায় এলাকার

বিশিষ্টজন এবং ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট লেখক সারদা প্রসাদ কিস্কু, অল ইন্ডিয়া জনঅধিকার সুরক্ষা কমিটির রাজ্য সভাপতি পরিমল হাঁসদা, বিশিষ্ট কবি ও লেখক পরেশ চন্দ্র বেরা প্রমুখ।

প্রত্যেকেই তৎকালীন সময়কার শাসন অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহান তিন নেতার সচেতন লড়াইয়ের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। পাশাপাশি কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে জল-জঙ্গল-জমিকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের বন সংরক্ষণ আইনের বিরুদ্ধে আজকের দিনে আদিবাসী ও চিরাচরিত বনবাসীদের অধিকার আন্দোলন আরও শক্তিশালী করে দাবি আদায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান। সভার পরিচালক অধ্যাপক গোপীনাথ টুডু ৩০ জুন হুল দিবস ও বিরসা মুণ্ডার সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর জীবনসংগ্রাম চর্চার আহ্বান জানান।

বিড়ি শ্রমিক আন্দোলনের শহিদ দিবস পালিত

বিড়ি শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম শহিদ মুজিবুর সেখ স্মরণ দিবস পালিত হয় ১২ জুন। ২০০২ সালে মুর্শিদাবাদের বৈষ্ণবডাঙায় বিড়ি শ্রমিকদের জমানো পিএফ-এর টাকা কন্ট্রাক্টর আত্মসাৎ করে পিএফ অফিসে জমা দেয়নি। এই আত্মসাৎ করা টাকা ফেরত চাইতে বিড়ি শ্রমিকরা গিয়েছিলেন কন্ট্রাক্টরের অফিসে। শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন স্তব্ধ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণ করে। এর ফলে বহু বিড়ি শ্রমিক আহত হন এবং পুলিশের গুলিতে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন মুজিবুর সেখ। প্রতি বছরের মতো এ দিনও এআইইউটিইউসি অনুমোদিত অল ইন্ডিয়া বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে বিড়ি শ্রমিকরা দিনটি পালন করেছেন শহিদ ব্যাজ ধারণ, শহিদ বেদিতে মাল্যদান, শপথ বাক্য পাঠ ও আলোচনা সভার মাধ্যমে। উত্তর ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর দিনাজপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কোচবিহার সহ বিভিন্ন জেলায় বিড়ি শ্রমিকরা এই কর্মসূচিতে অংশ নেন।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 45 Bengali Weekly June 20, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

সরকারি শিক্ষা বাঁচানোর দাবি

এ আই ডি এস ও-র আসাম রাজ্য সম্মেলনে

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ বাতিল, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা রক্ষা করা সহ ১৭ দফা দাবিতে এ আই ডি এস ও-র আসাম রাজ্য কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তেজপুরের হেম বরুয়া ভবনে শহিদ কনকলতা স্মৃতি মঞ্চ প্রাঙ্গণে ৩১ মে-২ জুন। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও ৩১ মে প্রকাশ্য সভায় সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী উপস্থিত হন। মণিপুর, অরুণাচলপ্রদেশ, মিজোরাম, ত্রিপুরা থেকে প্রতিনিধিরা প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হন। সম্মেলনের প্রকাশ্য সভার উদ্বোধন করেন এআইডিএসও-র আসাম রাজ্য কমিটির প্রথম রাজ্য

সম্পাদক বিশিষ্ট জননেতা কান্তিময় দেব। মুখ্য অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট জননেত্রী অধ্যাপক চন্দ্রলেখা দাস। বক্তব্য রাখেন দরং কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক পুণ্যেশ্বর নাথ, এআইডিএসও-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি জিতেন্দ্র চালিহা ও বর্তমান রাজ্য সম্পাদক হেমন্ত পেগু, সংগঠনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মণিশংকর পট্টনায়ক প্রমুখ। এআইডিএসও-র আসাম রাজ্য কমিটির সভাপতি প্রোজ্জ্বল দেব সভাপতিত্ব করেন। পতাকা উত্তোলন করেন এআইডিএসও-র কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভাপতি সৌরভ ঘোষ। মনীষীদের উদ্ধৃতি ও ছাত্র আন্দোলনের ছবি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন দরং কলেজের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ গহন চন্দ্র মহন্ত এবং প্রাক্তন শিক্ষক হরিদাস সরকার। সন্ধ্যায় স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রূপকোঁওর জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা স্মৃতি মঞ্চেঅনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তেজপুরের বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী রুবি বরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন উত্তর পূর্ব ভারতের শিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনা ও বেকার সমস্যার সমাধান' শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বহু বিশিষ্ট জন বক্তব্য রাখেন। তাঁরা ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তুলে সরকারি উদ্যোগে কলকারখানা গড়ে তোলার জন্য সরকারকে বাধ্য করার কথা বলেন। প্রতিনিধি সভায় তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। ২ জুন প্রতিনিধি সভার শেষে বক্তব্য রাখেন এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় কাউন্সিলের সভাপতি সৌরভ ঘোষ। সভার মুখ্য বক্তা এস ইউ সি আই (সি)-র প্রবীণ পলিটবুরো সদস্য, প্রখ্যাত জননেতা অসিত ভট্টাচার্য শারীরিক কারণে উপস্থিত থাকতে না পারায় তাঁর রেকর্ড করা বক্তব্য প্রতিনিধিদের শোনানো হয়। তিনি আসামের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি এ যুগের অন্যতম মার্ক্সবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করে বলেন যে, ক্ষমতাসীন পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে সরকারগুলি শিক্ষাকে সঙ্কুচিত করার সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক-যুক্তিবাদী মনন গড়ে তোলা, ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনা এবং প্রকৃত মানুষ ও চরিত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকাকে ধ্বংস করছে। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ চালু করে শিক্ষার প্রাণসত্তাকে বিনষ্ট করার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা ধ্বংসের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকে জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল হতে হবে। তিনি বলেন, আসামের উগ্র প্রাদেশিকতাবাদ ও বিভাজনবাদের চিন্তাকে প্রতিটি সরকার উৎসাহিত করেছে এবং আসামের ছাত্র সমাজকে এ সব চিন্তায় আচ্ছন্ন করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই অপচেষ্টা এবং পুঁজিবাদী শাসন শোষণকে মজবুত করার লক্ষ্যে বর্তমান বিজেপি সরকার কর্তৃক প্রণয়ন করা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র বিরুদ্ধে সঠিক বামপন্থী রাজনীতির ভাবধারায় শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

হিল্লোল ভট্টাচার্যকে রাজ্য সভাপতি, পল্লব পেগু, স্বাগতা ভট্টাচার্য, আজিজুর রহমানকে সহ সভাপতি, হেমন্ত পেগুকে রাজ্য সম্পাদক এবং রূপশ্রী গোস্বামীকে কোষাধ্যক্ষ ও অফিস সম্পাদক নির্বাচিত করে ৭২ জনের রাজ্য কাউন্সিল ও ৪০ জনের রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়।

প্রকাশিত হয়েছে

জাতীয় শিক্ষানীতির বিকল্প
জনসাধারণের শিক্ষানীতির খসড়া

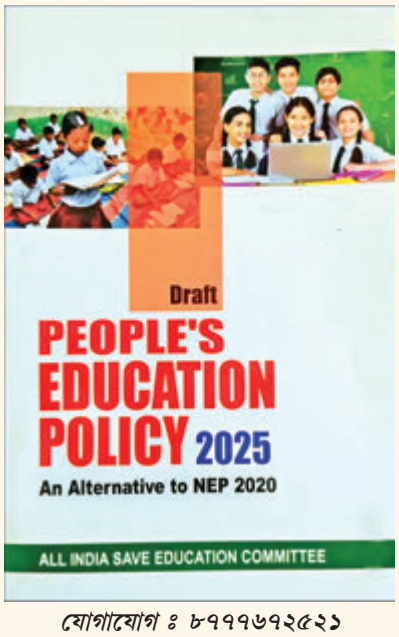

যোগাযোগ ঃ ৮৭৭৭৬৭২৫২১

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মৃত্যুশতবর্ষ পূর্তি উদযাপন

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুশতবর্ষ পূর্তি দিবস উপলক্ষে ১৬ জুন এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস, কমসোমল এবং পথিকৃৎ-এর উদ্যোগে সারা রাজ্যে নানা অনুষ্ঠান হয়। কলকাতার কেওড়াতলা শ্মশানে দেশবন্ধুর সমাধি এবং মূর্তিতে মাল্যদান করে সূচনা হয় হাজরা মোড় পর্যন্ত পদযাত্রার। শতাধিক মানুষ এই পদযাত্রায় অংশ নেন।

এর পর দেশবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত সুজাতা সদনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন, কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত, প্রধান বক্তা ছিলেন ডাঃ চন্দন কুমার শীট, সভাপতিত্ব করেন শিশুরাম দাস কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ নীলেশ মাইতি। দেশবন্ধুর ওপর রচিত নজরুল ইসলামের কবিতা আবৃত্তি এবং সৃজনী সাংস্কৃতিক সংস্থা ও এআইডিএসও সঙ্গীত গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক ও আইনজীবীরা এক অনুষ্ঠানে মিলিত হন। সকালে হাজরায় চিত্তরঞ্জন সেবা সদন হাসপাতালে অবস্থিত দেশবন্ধুর মূর্তিতে মাল্যদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় চিত্তরঞ্জন সেবা সদন ও যতীন দাস কালচারাল ফোরামের পক্ষ থেকে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশবন্ধুচিত্তরঞ্জন দাশের ভ্রাতুষ্পুত্র রঞ্জন প্রসাদ, চিত্তরঞ্জন সেবা সদন হাসপাতালের অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য চিকিৎসকবৃন্দ। এছাড়াও ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, কলকাতার দেশবন্ধু পার্ক, পুরুলিয়া, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন ইত্যাদি এলাকায় নানা অনুষ্ঠান হয়।

ছবি ঃ কেওড়াতলায় দেশবন্ধুর স্মৃতিসৌধ থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত পদযাত্রা (উপরে)। চিত্তরঞ্জন সেবা সদনে দেশবন্ধু স্মরণে সভা (নিচে)

সিকিমে এআইডিএসও-র উদ্যোগে মতবিনিময় সভা

শিক্ষা সংক্রান্ত নানা প্রশ্নে গ্যাংটকে জোনাল মতবিনিময় এবং আলোচনাসভা উদ্দীপনার সাথে অনুষ্ঠিত হল ৭ জুন। সভার প্রস্তুতি পর্বে এআইডিএসও-র কর্মীরা গ্যাংটক শহর এবং

পার্শ্ববর্তী কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সংগঠনের বার্তা নিয়ে যান। এর মধ্যে ছিল তাডং কলেজ এবং সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং শিক্ষা সহ সামাজিক নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। ছাত্রছাত্রীদের মতামত বিনিময়ের পর, আলোচনা পর্ব শুরু হয়। এআইডিএসও-র ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স সেক্রেটারি মণিশঙ্কর পট্টনায়ক শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং মনুষ্যত্ব বিষয়ক যথার্থ সামাজিক সচেতনতা অর্জনের জন্য সঠিক চিন্তাধারা এবং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব তুলে ধরেন। উপস্থিত ছিলেন এআইডিএসও-র সেন্ট্রাল ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য কল্লোল বাগচী। সভা শেষে ছাত্রছাত্রীরা এমন উদ্যোগ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁদের গভীর আগ্রহ এবং অনুভূতি প্রকাশ করেন। এআইডিএসও সিকিম ইউনিট বিভিন্ন জোনাল প্রোগ্রাম এবং একটি রাজ্যস্তরের কনভেনশনের পরিকল্পনা করেছে।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com